BENGALI NOTES.IN

গিন্নি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ICSE Class 9 Bengali (সংকলিতা গ্রন্থ)

সম্পূর্ণ সহজ সারসংক্ষেপ, মূলভাব ও পরীক্ষা সহায়িকা

সংস্করণ ২.০ • স্টাডি গাইড সিরিজ

© **Bengali notes team** সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

লেখক পরিচিতি ও সারসংক্ষেপ

গিন্নি গল্পের সহজ পাঠ ও বিশ্লেষণ

‘গিন্নি’ গল্পের লেখক ও উৎস পরিচিতি

লেখক পরিচিতি: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধসহ সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর অসামান্য অবদানের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মানব চরিত্র পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবধর্মী মনস্তাত্ত্বিক লেখনী ‘গিন্নি’ ছোটগল্পটিতে অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

গল্পের উৎস: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘গিন্নি’ গল্পটি তাঁর সুবিখ্যাত ‘গল্পগুচ্ছ’ গ্রন্থের অন্তর্গত একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ ছোটগল্প। এটি মূলত তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিশু মনস্তত্ত্বের এক নিখুঁত দলিল।

গিন্নি গল্পের সহজ সারসংক্ষেপ (Main Summary)

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই-তিন শ্রেণি নীচের ক্লাসের (অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণির) শিক্ষক বা পণ্ডিত ছিলেন শিবনাথবাবু। তাঁর অবয়বটি ছিল স্বতন্ত্র—গোঁফদাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা এবং মাথার টিকিটি ছিল ছোট। তাঁকে দেখলেই ছাত্রদের মনে এক তীব্র ভয়ের সঞ্চার হতো, বালকদের বুক শুকিয়ে যেত। অত্যন্ত বদমেজাজি ও কটুভাষী এই শিক্ষক ছাত্রদের কেবল কিল, চড় মেরেই ক্ষান্ত হতেন না, বরং তাঁর তীব্র ও ধারালো বাক্যবাণে ছেলেদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলতেন।

শিবনাথবাবুর নিজস্ব ধারণা ছিল যে, আগেকার দিনের মতো গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক এখন আর নেই এবং আধুনিক ছাত্ররা শিক্ষককে যথাযথ শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষাদানের নামে তিনি ছাত্রদের ওপর যে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাতেন, তার ফলে ছাত্ররা তাঁকে যমরাজের মতো ভয় পেত এবং মনে মনে তাঁর মৃত্যু কামনা করত। ছাত্রদের কাছে তিনি যদি কোনো স্বর্গের দেবতা হয়ে থাকেন, তবে তা ছিলেন নিশ্চিতভাবেই যমরাজ।

> "পণ্ডিতমশাইয়ের মতে শাসনের অবর্তমানে ছাত্ররা উচ্ছন্নে যাচ্ছে, কিন্তু ছাত্রদের কাছে তাঁর রূপটি ছিল এক পরম অত্যাচারীর।"

BengaliNotes.in
এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট

ঘটনা বিশ্লেষণ ও মূলভাব

ব

আশুর লাঞ্ছনা ও শিশু মনস্তত্ত্বের ট্র্যাজেডি

শিবনাথবাবুর নিষ্ঠুরতার অন্যতম এক অভিনব পদ্ধতি ছিল ছাত্রদের শারীরিক খুঁত বা স্বভাবের ওপর ভিত্তি করে ব্যঙ্গাত্মক নামকরণ করা। নাম মানুষের অত্যন্ত প্রিয় একটি শব্দ, যা তার আত্মপরিচয় বহন করে। শিক্ষকের দ্বারা সেই নাম বিকৃত ও উপহসিত হলে কোমলমতি ছাত্ররা অন্তরে গভীর আঘাত পেত। যেমন, শশিশেখরের শারীরিক গঠন দেখে তিনি তার নাম দিয়েছিলেন 'ভেটকি'।

এই শ্রেণিরই অন্যতম শান্ত, লাজুক এবং পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী (অদ্বিতীয়) ছাত্র ছিল আশু। একদিন কোনো কারণে আশু ক্লাসে দেরিতে এলে পণ্ডিতমশাই তাকে তীব্রভাবে লাঞ্ছিত করেন। এরপর গ্রহণের ছুটির পরের দিন এক চূড়ান্ত অপমানজনক ঘটনা ঘটে। আশু অত্যন্ত সংকুচিত চিত্তে ক্লাসে প্রবেশ করতেই শিবনাথবাবুর মনে পড়ে যায় আগের দিনের একটি দৃশ্য।

ছুটির দিনে প্রবল বৃষ্টির সময় পথচলতি শিবনাথবাবু আশুদের বাড়ির গাড়িবারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেন, আশু তার ছোট বোনের সাথে বারান্দার সিঁড়িতে বসে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পুতুলের বিয়ে খেলছে। এই অতি স্বাভাবিক শৈশবসুলভ ঘটনাটিকে শিবনাথবাবু ক্লাসের সমস্ত ছাত্রের সামনে অত্যন্ত নিষ্ঠুর উপহাসের সাথে পরিবেশন করেন এবং সকলের সামনে আশুর নতুন নাম দেন 'গিন্নি'।

সমগ্র ক্লাসের সামনে এই নির্মম পরিহাসে আশুর দুঃখ ও অপমানের সীমা থাকে না। লজ্জায়, ঘৃণায় ও তীব্র অপমানে তার কান, মুখ লাল হয়ে ওঠে, কপালের শিরা ফুলে ওঠে এবং চোখের জল বাধ মানে না। পণ্ডিতমশাই যখন নিশ্চিন্তে তামাক খাচ্ছিলেন, তখন ক্লাসের বাকি ছেলের দল আশুকে ঘিরে 'গিন্নি গিন্নি' বলে চিৎকার করে উল্লাস করতে থাকে। আশুর মনে হতে থাকে, বোনের সাথে পুতুল খেলাটাই যেন তার জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধ ও লজ্জার ঘটনা, যা পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন ভুলবে না।

গিন্নি গল্পের মূলভাব (Core Theme)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'গিন্নি' গল্পটি মূলত শিশু মনস্তত্ত্বের (Child Psychology) ওপর ভিত্তি করে রচিত। এক শ্রেণির প্রাপ্তবয়স্ক ও পরিণত বুদ্ধির মানুষের অবিবেচকমূলক এবং নিষ্ঠুর আচরণ ছোটদের কোমল মনকে কতটা গভীরভাবে পীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত করতে পারে, তাই এই গল্পের মূল উপপাদ্য। শিক্ষাদানের আড়ালে শিক্ষকেরা যখন ছাত্রদের অকারণ বাক্যবাণ ও ব্যঙ্গাত্মক নামকরণের মাধ্যমে মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠেন, তখন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়। শিবনাথ পণ্ডিতের শিশু মনস্তত্ত্বের ন্যূনতম জ্ঞান বা সংবেদনশীলতা ছিল না। এই গল্প আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃত শিক্ষাদানের মধ্যে শাসন থাকতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই মানসিক বা শারীরিক 'পীড়ন' থাকতে পারে না। স্নেহ, আদর ও মানবিকতার বন্ধনই শিক্ষার আসল ভিত্তি হওয়া উচিত।

BengaliNotes.in
এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট

পরীক্ষা প্রস্তুতি ও প্রশ্নোত্তর

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, বানান সতর্কতা এবং প্রশ্নোত্তর

ব

⚠️ বিশেষ বানান সতর্কতা (Spelling Alert)

পরীক্ষার খাতায় অনেক শিক্ষার্থীই একটি সাধারণ বানান ভুল করে থাকে, যা নম্বর কমিয়ে দেয়। নিচে সঠিক নিয়মটি দেওয়া হলো:

ভুল বানান: পন্ডিত (ন + ড) ❌

সঠিক বানান: পণ্ডিত (ণ + ড)

*নিয়ম: তৎসম শব্দে 'ড' ধ্বনির আগে যুক্তাক্ষরে মূর্ধন্য-ণ (ণ) ব্যবহৃত হয়।

পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-সারণি

বিষয় / পয়েন্ট	গল্পের তথ্য ও বিবরণ
প্রধান চরিত্রসমূহ	শিবনাথ পণ্ডিত (শিক্ষক), আশু (প্রধান ছাত্র), শশিশেখর।
শিক্ষকের শ্রেণি	ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই-তিন শ্রেণি নিচে (ষষ্ঠ শ্রেণি)।
ব্যঙ্গাত্মক নামসমূহ	শশিশেখর -> ভেটকি ; আশু -> গিন্নি।
নামকরণের কারণ	আশু ছুটির দিনে তার বোনের সাথে পুতুলের বিয়ে খেলছিল।
মূল বার্তা	শিক্ষাদানে শাসনের অধিকার থাকলেও মানসিক পীড়নের স্থান নেই।

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর (Q&A)

প্রশ্ন ১: ‘গিন্নি’ গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?

উত্তর: গল্পটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত ‘গল্পগুচ্ছ’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি ICSE নবম শ্রেণির ‘সংকলিতা’ বইয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাঠ।

BengaliNotes.in
এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট

প্রশ্ন ২: শিবনাথ পণ্ডিতকে ছাত্ররা 'যমরাজ' মনে করত কেন?

উত্তর: শিবনাথ পণ্ডিত অত্যন্ত বদমেজাজি, নিষ্ঠুর এবং কটুভাষী ছিলেন। তিনি ছাত্রদের চড়-কিল মারার পাশাপাশি অত্যন্ত নোংরা ও তীব্র বাক্যবাণে অপমান করতেন এবং তাদের অদ্ভুত ব্যঙ্গাত্মক নাম দিয়ে উপহাস করতেন। তাঁর এই মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের কারণেই ছাত্ররা তাঁকে যমরাজের মতো ভয় পেত।

BengaliNotes.in
এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট